লোকনাথ ভট্টাচার্য

প্রার্থনা

দুর্নিবার দেওদার অরণ্য পাওয়ার নেই, হয়তো তাই জেনেই কবিতা লেখা বন্ধ ক'রে ওরা সুগন্ধ সাবানের ফ্যাক্টরি খুলল।

আমিও স্নান করিনি বহুদিন, তাই যখন শুনলাম, বললাম, ভালোই করলে।

আমিও আমার অশুচিতায়, নিজেরি দুর্গন্ধে উপদংশে অবাক হয়েছি অনেক, নর্দমানিবিড় মহানগরীর ঘৃণ্য মরণের মুখর ধ্বনি আমাদের শিরায়, সেই ড্রেনের গঙ্গায়।

আছে আকাশ জানি, আছে কমলারঙের রোদ, তবু আর নেই কবিতা জীবনে, নেই মনে– শুধু কবির নামে অকবির অগভীর দৌরাত্ম্য আছে। পাল পাল গাধার বড় বড় কান হাওয়ায় নড়ছে। মিথ্যুক, দাম্ভিক, বাচাল গাধা, নপুংসক। পুরুষাঙ্গ ওদের প্রকান্ড কাঁচি দিয়ে কাটো।

এর চেয়ে ভালো নিথর নীরবতার রাত, আশাহীন ভাষাহীন নিষ্প্রভাব। হে ঈশ্বর, নীরবতা দাও, এই অকবিগুলোকে চুপ করাও, আর ঐ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের লাউডস্পীকারকে।

হে ঈশ্বর, প্রেম দাও ভাইকে ভালোবাসার, ভাইকে প্রেম দেও আমায় ভালোবাসার, দাও সহ শুচিতার গন্ধ মনে নাসিকায়– কবিতা পরে হবে।

মাকড়সা ও অম্লজান

সময় এখনো নয় জানি আমার দেশ, এখনো আমি ভয়ংকরভাবে আমি ও কোনো যাদুতেই আমরা নই, জানি যদি হাস্নাহানার অথবা হায়েনার - শেয়ালের তো সে-রাত আমারই একলার, যত ছায়া বা তুমি আমার, আমারই।

শুধু সবেমাত্র ঘরের চালাটা উড়ে গেল, ও সেই সঙ্গে ধূলিসাৎ কড়িকাঠ থেকে ঝোলা রঙবেরঙের বেলুন ও মাকড়সার ময়ূরপঙ্খী জাল। এক ফালি আকাশ, এতদিনে সত্যিকারের, তারকাখচিত– এক ঝটকা স্নিগ্ধ অম্লজান। এক ফালি আকাশ এতদিনে সত্যিকারের, তারকখচিত– এক ঝটকা স্নিগ্ধ অম্লজান হঠাৎ নাসিকায়।

এখানে সময় হয়নি, শুধু দলে দলে ওরা হাজির হচ্ছে কেবল, এবং যদিও দরজাটা এখনো ভাঙেনি, শুনেছি কোন দূর সমুদ্রের গর্জন– এগিয়ে আসে আরো নিকটে, আরো আরো নিকটে। স্থাণু তুমি ব'সে আছ সমানই, হাঁটুতে আলগোছে রাখা হাত। তবু হঠাৎ ও কী দীপ্তি যেন তোমার চোখে? আহ্বানের সুর নাকি আমারও শিরায়?

আমাদের পুরানো আবর্তটা শুধু অবশেষে অচল হয়েছে, ও যদিও এখানে দাঁড়িয়ে উঠিনি, আর ঘুরপাক খাওয়া নয় মিথ্যা কথায়, মিথ্যা নীরবতায়। আমাদের যে-ফুলটা শুকিয়ে যাচ্ছিল দেবি, এসো তাকে মেলে ধরি এই সন্ধিলগ্নে, যাতে লাল-সুতো-বাঁধা হাতে-হাত আমাদের অতীত ও আগামী, মাকড়সা ও অম্লজান

অপূর্ণের অন্তিম মন্ত্র

আশীর্বাদ কর, হে চরম কুটিল, হে পরম সরল, হে মহান। আশীর্বাদ কর।

আশীর্বাদ কর এই হাওয়া, দুঃখ-বেদনা-আনন্দ, আশীর্বাদ কর। আশীর্বাদ কর, হাই তোলা, আশীর্বাদ করো তুচ্ছতা, আশীর্বাদ করো সূর্যাস্থের মেঘের মহিমা। আশীর্বাদ কর।

কেন আশীর্বাদ? কারণ তাইতেই যে খোলে পথ, তাইতেই ফুল ফোটে।

এই দিন, এই রাত, এই চিরকাল ধ'রে আমি এক সদ্য-শেষ করা কবিতার কবি, মুখে টকটক গন্ধ, বুকে বেদনা, যা শেষ করেছি, তা পেল না সুর সমাপ্তির, আর আরম্ভ করব, তার বাজেনি আগমনী। ওঠো আমার লাগল না ভালো, আশীর্বাদ করো।

তোমার মুখ কেবলি জেগে ওঠে, আর হারিয়ে যায়। এই পথে, এই ভিড়ে, এই অনন্ত গাড়ির স্রোতে, এই সারি-সারি অট্টলিকায়। কখনো আধখানা চোখ, খকনো ঠোঁটের একটি কোন। জেগে ওঠে, হারিয়ে যায়। আশীর্বাদ কর। খন্ড-খন্ড মুহূর্তের খোঁড়া অনুভব চলল না। সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ধ'রে রাত্রির শিবিরে। আশীর্বাদ কর।

শুধু আমি, আমি আর আমি। এই দীনতা, এই অহংকার, আশীর্বাদ কর। যা কিছু রইল বাইরে আমার, যা-কিছু চাইল আলো, যা-কিছু চায়নি আলো এখনো, আশীর্বাদ কর।

তুচ্ছতায় রয়েছ তুমি, অপূর্ণতায় হেসেছ তুমি। তোমাকে ভালোবাসার প্রচণ্ড স্পর্ধা আমার, আশীর্বাদ কর।